Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে সালমা চৌধুরী

রোলঃ 228020311

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে সালমা চৌধুরী

রোলঃ 228020311

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে সালমা চৌধুরী, আইডিঃ 228020311 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

উম্মে সালমা চৌধুরী

আইডিঃ 228020311

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 7
গীবতের সংজ্ঞা..8
গীবতের প্রকারভেদ 10
- মুসলিমদের গীবত..10
- অমুসলিম নাগরিকের গীবত 10
- যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত..11
- পোশাক সংক্রান্ত গীবত..11
- বংশের গীবত 12
- দৈহিক ত্রুটি সংক্রান্ত গীবত 12
- ইবাদত সংক্রান্ত গীবত 13
- অভ্যাস ও আচার-আচরণের গীবত 14
- ইশারা ও অঙ্গভঙ্গির গীবত 15
- মুখের গীবত..15
- কানের গীবত 15
- অন্তরের গীবত..16
- লিখার মাধ্যমে গীবত..16

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য 17
গীবত একটি ঘৃণিত অপরাধ 17
গীবত সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত 19
গীবত সম্পর্কিত হাদিস..20
গীবত ব্যভিচার হতেও গুরুতর 23
গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য হওয়ার কারণ 24
গীবত শুনা হারাম..25
মনে মনে গীবত করাও হারাম..30
গীবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ..31
গীবত করার কারণসমূহ..33

কোন শ্রেণির মানুষ বেশি গীবত করে 36
গীবতের অনুশোচনা.. 37
গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম 37
গীবতের কাফফারা.. 44
গীবত থেকে মুক্তি লাভের উপায় ও করণীয় 46
উপসংহার.. 55
সহায়ক গ্রন্থাবলি 56

ভূমিকা

জিহ্বা একটি নরম মাংসপিণ্ড হলেও এটি হৃদয়ের দ্বার এবং অন্তরের সকল খবরাখবর সরবরাহ করে। এটি যেমন মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিয়ে যেতে পারে তেমনি সাফল্যের শিখরেও পৌছে দিতে পারে। জিহ্বাকে সংযত রাখার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য উদ্ধৃতি আলোচিত হয়েছে। জিহ্বা ব্যবহার করে মানুষকে গালি দেয়া হয়, মন্দ কথা বলা হয়, মানুষের মনে আঘাত করা হয়। জিহ্বার অধিক ব্যবহারের কারণে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, মারামারি, রক্তপাতের সূচনাও হয়। এভাবে জিহ্বার মাধ্যমে হাজারো পাপাচারের সূত্রপাত ঘটে।

আমরা নিজেদের জানা-অজানায়, নিঃসংকোচে জিহ্বার মাধ্যমে যে গুনাহটি সবচেয়ে বেশি করে থাকি তার নাম "গীবত"। এটি এমন এক ভয়াবহ গুনাহ যা করার সময় আমাদের মনেই হয়না আমরা কোন গুনাহ করছি। এর সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হচ্ছে- যার গীবত করা হয় তার আমলনামায় গীবতকারীর সওয়াব চলে যায় এবং গীবতকারীর আমলনামায় যার গীবত করা হয় তার গুনাহ চলে আসে। গীবত হচ্ছে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ। এ যুগের বাস্তবতায় গীবত বা পরনিন্দা সমাজে এমনভাবে স্থান করে নিয়েছে যে, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, অনলাইন পত্রিকা, ব্লগ, ফেইসবুক, টুইটার, বিভিন্ন টকশো থেকে শুরু করে সাংবাদিক জোনও এর বাহিরে নয়। সমাজের এই অবক্ষয় ক্যান্সারের মতো মহামারী আকার ধারণ করেছে। আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে যাবতীয় বিষয়াদি থেকে নিজেদের জিহ্বা এবং জবান যথাযথভাবে হিফাজত করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

গীবতের সংজ্ঞা

কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষক্রুটি বর্ণনা করা যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে, শরীআতের পরিভাষায় তাকে গীবত বলে। হোক তা বাচনভঙ্গি অথবা লেখনীর মাধ্যমে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অথবা অন্য যে কোন পন্থায়। যার দোষ বর্ণনা করা হয়েছে হোক সে ব্যক্তি মুসলিম অথবা অমুসলিম। যদি এমন দোষ বর্ণনা করা হয়, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে তবেই তা গীবত হবে। আর যদি বর্ণিত দোষ ঐ ব্যক্তির মাঝে না থাকে তা মিথ্যা অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে। কুরআনের ভাষায় যাকে বলা হয় “**বুহতান**”।

বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে গীবতের শরীয়ত সম্মত অর্থ-

ইমাম গাযালী র. বলেনঃ

حَبُّ الْغَيْبَةِ أَنْ تَذْكُرَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ بَلَغَهُ.ُ

"গীবতের সংজ্ঞা হলো- তুমি তোমার ভাইয়ের উল্লেখ এমনভাবে করলে, যা তার কানে পৌঁছলে সে তা অপছন্দ করবে।"

হাদীসের প্রসিদ্ধ অভিধান 'আন-নিহায়া' গ্রন্থে ইবনুল আছীর গীবতের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন:

أَنْ تَذْكُرَ الإِنْسَانَ غَيْبَةً بِسُوءٍ وَ إِنْ كَانَ فِيْه.ِ

"কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার দুর্নাম করা-যদিও তার মধ্যে সেই দুর্নাম থেকে থাকে।"

ইমাম নববী (রহঃ) গীবতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন:

ذكر المَرْءِ بِمَا يَكْرَهُهُ - سَوَاءٌ ذُكِرَته باللفظ أَوْ بِالإِشَارَةِ وَالرِّمْز.ِ

"কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে উল্লেখ করা, যা সে অপছন্দ করে-চাই তা প্রকাশ্যে করা হোক কিংবা ইশারা-ইংগিতে।"

ইমাম-রাগিব আল-ইসফাহানী বলেন:

هي أَنْ يُذْكُرَ الإِنْسَانَ غَيْبَ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَحْوَجٍ إِلَى ذِكْرِ ذَالِك. َ

"নিষ্প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে গীবত।"

সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা বাদরুদ্দীন-আইনী বলেন:

الْغَيْبَةُ أَنْ يَتَكَلَّمَ خَلْفَ إِنْسَانِ بِمَا يَغُمُّهُ لَوْ سَمِعَهُ وَكَانَ صِدْقًا اما إِذَا كَانَ كَذْبًا فَيُسَمَّى بُهْتَانًا.

"গীবত হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বললো যা শুনলে সে চিন্তাগ্রস্ত হবে- এমন কি তা সত্য হলেও। অন্যথায় সে কথা মিথ্যা হলে তার নাম অপবাদ।"

ইবনুত-তাইন বলেন :

الْغَيْبَةُ ذِكْرُ الْمَرْءِ بِمَا يَكْرَهُهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

"গীবতের অর্থ হচ্ছে- কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে এমনভাবে তার উল্লেখ করা, যা সে অপছন্দ করে।"

আল্লামা কিরমানী প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো:

الْغَيْبَةُ أَنْ تَتَكَلَّمَ خَلْفَ الإِنْسَانِ بِمَا يَكْرَهُهُ لَوْ سَمِعَهُ . وَلَوْ كَانَ صِدْقًا.

"গীবত এই যে, তুমি কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলবে, যা শুনলে সে অপছন্দ করবে-যদিও তা সত্য হয়।"

গীবতের প্রকারভেদ

▪ মুসলিমদের গীবত

এটা অকাট্যভাবেই হারাম। **মহান আল্লাহর** বাণী-

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فكرهتموه.

“তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করে? তোমরা তা ঘৃণা করো।” (সূরা হুজুরাত: ১২)।

এই আয়াতে মুসলমানদের একে অপরের গীবত করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

▪ অমুসলিম নাগরিকের গীবত

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকের (যিম্মীর) গীবত করাও হারাম। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে জানমাল ও ইজ্জতের ক্ষেত্রে সে মুসলমানের সমমর্যাদাসম্পন্ন। অতএব, অন্য মুসলমানের মতোই তাদের জানমাল ও ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করা হারাম।

▪ যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত

অমুসলিম শত্রুর গীবত করা বৈধ। ইমাম রাযী (রঃ) তাঁর তাফসীরে কবীর শীর্ষক গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেরের গীবত করা বৈধ। সম্ভবত তিনি কাফের বলতে যুদ্ধরত শত্রু কাফেরকে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

▪ পোশাক সংক্রান্ত গীবত

আমাদের সমাজে পোশাক পরিচ্ছদের বিভিন্ন খুঁত বের করে রসিয়ে রসিয়ে আলোচনা করার প্রবণতা অনেকের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষত মহিলাদের মধ্যে এ ব্যাধি অত্যন্ত মারাত্মক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অনেককেই এ ধরণের আলোচনা করতে শোনা যায়, অমুক ব্যক্তি ছোট পোশাক পরিধান করে, পায়জামা গোড়ালির নিচে পরিধান করে, পাঞ্জাবী একটা গায়ে দিয়েছে যেন ছালার চট। পোশাকের বাহার দেখে মনে হবে রাজপুত্র অথচ খোঁজ নিয়ে দেখলে দেখা যাবে ঘরে বসার মত জায়গা নেই, আসবাবপত্র নেই ইত্যাদি। সাধারণত এসব ধরনের আলোচনা যেহেতু মানুষের মনে ব্যথা দেয় তাই এটাও গীবতের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর উপস্থিতিতে এক মহিলার পোশাক সম্পর্কে মন্তব্য করলেন। তখন **রাসূল (সাঃ)** সাথে সাথেই হযরত আয়েশা (রাঃ)কে সতর্ক করে বললেন, "হে আয়েশা। তুমি মহিলাটির সম্পর্কে গীবতে লিপ্ত হয়েছো। এক্ষুণি থুথু ফেলে দাও।"

রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে থুথু নিক্ষেপের সাথে সাথেই তাঁর মুখ থেকে একটা গোশতের টুকরা বেরিয়ে এল। (তারগীব ওয়াত্তারহীব)

▪ বংশের গীবত

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক গোত্র বা অমুক শহরের বাসিন্দাদের বংশ ভালো নয়। কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল নীচ ও ইতর অথবা তাদের বংশতালিকা অজ্ঞাত, তবে এটাও গীবত হবে। **মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেন:

لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالدِّيْنِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ.

"দীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই" (আবদুর রহমান আশ-শারানী, কাশফুল গুম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহ, বাব তাহরীম ইহতিকারিন নাস)।

▪ দৈহিক ক্রটি সংক্রান্ত গীবত

কোন ব্যক্তিকে খাটো বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক ক্রটির উল্লেখ করে গীবত করা হারাম। কারো দৈহিক ক্রটি বর্ণনা করে তাকে অপমান করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন:

حرم الله ان يغتاب المؤمن شئ كما حرم الميتة.

"আল্লাহ্ তাআলা মুমিন ব্যক্তির যে কোন প্রকারের গীবত করা হারাম ঘোষণা করেছেন, যেরূপ তিনি মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম করেছেন।"
(ইবনে জারীরের বরাতে সুয়ূতীর দুররুল মানসুর)

কোথাও দাওয়াতে যাওয়ার পূর্বে যদি জানা যায় যে, সেখানে গীবতচর্চা হবে তবে সেখানে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সেখানে গেলে

গীবতচর্চা বন্ধ হবে তাহলে অবশ্যই তার সেখানে যাওয়া উচিত। কেউ কোন মজলিসে গিয়ে গীবতচর্চা হতে দেখলে লোকদের তা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা তার কর্তব্য। এতে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে মজলিস ত্যাগ করবে, তাও সম্ভব না হলে নিজে গীবতচর্চায় অংশগ্রহণ করবে না।
কারো দেহের কোন ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত এবং হারাম। প্রতিটি দৈহিক কাঠামো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, দৈহিক ত্রুটিও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু না কিছু দৈহিক ত্রুটি রয়েছে।

▪ ইবাদত সংক্রান্ত গীবত

ইবাদতে ত্রুটি বিচ্যুতি উল্লেখ পূর্বক সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- অমুক ব্যক্তি ঠিকভাবে নামায পড়ে না অথবা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না বা নফল নামায পড়ে না বা রমযানের সবগুলো রোযা রাখে না অথবা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ে ইত্যাদি।

তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কিছু লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদী (রহ) তাদের সমালোচনা করে বলেন, এ লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়ত তাহলে কতই না উত্তম হত। সাদীর পিতা একথা শুনে বললেন, কতই না ভাল হত যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মত ঘুমিয়ে থাকতে। তাহলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে পতিত হত না।

এক ব্যক্তি কারো গীবত করে বলল, আমি আল্লাহর জন্য অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানতে পেরে রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তাকে ডেকে এবং আমার প্রতি ইনসাফ করুন। রাসূল (সাঃ) তাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর? সে বলল, সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত অন্য কোন

নামায পড়ে না, রমযানের রোযা ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখে না এবং যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত দান করে না। তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। তার বক্তব্য শেষ হলে অপর ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি ফরয দায়িত্ব আদায় করতে কোনরূপ ত্রুটি করি? রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, না সে ফরয দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে না এবং তা যথারীতিই পালন করে। কিন্তু যেহেতু সে নফল ইবাদতসমূহ করে না, তাই তার প্রতি আমার মন তিক্ত-বিরক্ত। রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, খুব সম্ভব পরিশেষে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে। অতএব তার গীবত করা এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তোমার জন্য উচিত নয়। (ইয়াইয়াউ উলুমিদ-দীন)

▪ অভ্যাস ও আচার-আচরণের গীবত

কোন ব্যক্তির অভ্যাসের গীবত করা, যেমন সে কাপুরুষ, অত্যন্ত ভীরু, দুর্বল, অলস, পেটুক, কর্মবিমুখ, উঠাবসা ও চলাফেরায় ভদ্রতার পরিচয় দেয় না, একেবারে নির্বোধ, স্ত্রীর কথায় উঠে বসে, মানুষকে কষ্ট দেয়- এগুলো বলা গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

একদা কোন এক সাহাবী জনৈক ব্যক্তির উল্লেখপূর্বক বলেন, সে এক আজব লোক। কেউ তাকে খাদ্য দিলে সব খেয়ে ফেলে। কেউ বাহন দিলে তাতে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে আয়-উপার্জন করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কারো ত্রুটি তুলে ধরাও কি গীবত? তিনি উত্তর দিলেন, বাস্তবিকপক্ষে কারো ত্রুটি নির্দেশ করা গীবতের জন্য যথেষ্ট (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)।

▪ ইশারা ও অঙ্গভঙ্গির গীবত

সরাসরি নাম উল্লেখ না করে এমন কিছু ইঙ্গিত ব্যবহার করে কারো দোষ বর্ণনা করা যে, লোকেরা উপমার দ্বারা বুঝে নিতে পারে যে, অমুক ব্যক্তির গীবত করা হচ্ছে। যেমন কেউ বলল, আজ আমাদের নিকট এক লোক এসেছিল যে দেখতে বা শুনতে এরূপ ছিল। এতে লোকেরা বুঝে নিতে পারে যে, আজ তার নিকট অমুক ব্যক্তি এসেছিল। এটা তার গীবত করা হলো। অথবা কেউ বললো, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর অনুগত হয়ে চলে এবং নিজের মাতাপিতার কথা শুনে না। এতে শ্রবণকারী বুঝতে পারলো যে, সে অমুক ব্যক্তির গীবত করছে।

▪ মুখের গীবত

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় লোককে বললেন, তোমরা খিলাল করে নিজেদের দাঁতের ফাঁক থেকে গোশত নির্গত করে ফেলে দাও। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আজ তো আমরা গোশত খাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের দাঁতের ফাঁকে গোশতের লাল টুকরা দেখতে পাচ্ছি। নিশ্চয় তোমরা কারো গীবত করেছ। আর বাস্তবিকপক্ষে তারা এক ব্যক্তির গীবত চর্চা করেছিল (তাফসীরে দুররুল মানছুর)

▪ কানের গীবত

কারো গীবত শোনা এবং তাতে বাধা না দেয়া কানের গীবত। কারণ শ্রবণ করা ও বাধা না দিয়ে নীরব থাকাও এক প্রকারের গীবত। **মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেন:

إِذَا وَقَعَ فِي الرَّجُلِ وَأَنْتَ فِي مَلَا فَكُنْ لِلرَّجُلِ نَاصِراً وَلِلْقَومِ زَاجِرًا ثُمَّ قُمْ عَنْهُم. ْ

“কারো গীবত করা হলে এবং তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তার এভাবে সাহায্য করো যে, তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও যাতে লোকেরা তার গীবত করা থেকে বিরত থাকে। গীবতকারীদেরও বাধা প্রদান করো, অতঃপর স্থান ত্যাগ করো।" (ইবনে আবিদ দুনয়া থেকে দুররুল মানছুর-এ)।

▪ অন্তরের গীবত

কোন নেককার পুণ্যবান মুসলমান সম্পর্কে বিনা কারণে বিনা প্রমাণে খারাপ ধারণা পোষণ করা অন্তরের গীবত। কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষবশত মনে মনে কুধারণা করা এবং কোন খোদাভীরু সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি সম্পর্কে কোনরূপ তথ্য-প্রমাণ ও কারণ ছাড়াই মনের মধ্যে খারাপ ধারণা পোষণ করা যাবেনা।

▪ লিখার মাধ্যমে গীবত

কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষের কথা বর্ণনা করে অন্যের কাছে চিঠিপত্র লেখা বা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অথবা নিজের বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি লিখার মাধ্যমে গীবত। কোন ব্যক্তি অন্যের গীবতকারীকে যদি বলে, তুমি গীবত করবে না, তাহলে সে বলে, এটা গীবত নয়। কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ও সজ্ঞানে গীবত করাকে বৈধ মনে করলে সে কাফের হয়ে যায় এবং অজ্ঞাতসারে বললে তাযীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমানে যারা গীবত পরিহার করতে বলেন বরং তারাই শাস্তি ও তিরস্কারের সম্মুখীন হন।

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য এই যে, "দুই ব্যক্তির মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে অপরজনের নিকট বলাকে চোগলখোরি বলে এবং কোন ব্যক্তির দোষ তার অনুপস্থিতিতে গেয়ে বেড়ানোকে গীবত বলে।" অতএব যেখানে চোগলখোরি হয় সেখানে গীবতও বিদ্যমান আছে। ইমাম নাবাবী (রহঃ) সহীহ্ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থে এ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যাকে গীবাত বলা হয়, তাই চোগলখোরি। কোন কোন মনীষীর মতে অজ্ঞাত দোষ-ত্রুটি ফাঁস করে দেয়াকে চোগলখোরি বলে।

গীবত একটি ঘৃণিত অপরাধ

গীবত একটি জঘন্যতম মহামারি। যার ভয়াল গ্রাস থেকে আমাদের সমাজের কোন মানুষই মুক্ত নন। এমনকি যে কোন আলোচনা, মজলিসেও গীবতের আসর জমে প্রতিনিয়ত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। কোরআন মাজিদে গীবত সম্পর্কে কঠোর শব্দ এসেছে। সম্ভবত অন্য কোন গুনাহ সম্পর্কে এরূপ কোনো শব্দ উচ্চারিত হয় নি। কোরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

"তোমরা একে অপরের গীবত বা পরনিন্দা করো না। (কারণ একটি জঘন্য পাপ। আপন ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতোই জঘন্য গুনাহ।) তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? (নিশ্চয় তা পছন্দ করেনা; বরং ভাববে এটা বিকৃত কথা!) সুতরাং তোমরা গীবতকেও ঘৃণা করো।"

আয়াতটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে ভাবলে বুঝা যায়, গীবত কত বড় জঘন্য গুনাহ। একে তো মানুষের গোশত খাওয়া, তার উপর আপন ভাইয়ের গোশত, তাও আবার মৃত। এটি কতবড় ঘৃণিত অপরাধ এবং অবর্ণনীয় মন্দ কাজ।

আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মায়েয ইবনে মালেক আসলামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপরাধে 'রজম' করার শাস্তি কার্যকর করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পথ চলতে চলতে শুনলেন, এক ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলছে- এ লোকটার ব্যাপারটা দেখো, আল্লাহ তার অপরাধ আড়াল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না তাকে কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি তার পিছু ছাড়েনি। সামনে কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর একটি গাধার গলিত মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে থেমে গেলেন এবং ঐ দুব্যক্তিকে ডেকে বললেন, “তোমরা দুজন ওখানে গিয়ে গাধার ঐ গলিত মৃত দেহটা আহার করো।” তারা দুজন বললো, “হে আল্লাহর রাসূল, কেউ কি তা খেতে পারে?” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন- "তোমরা এইমাত্র তোমাদের ভাইয়ের সম্মান ও মর্যাদার ওপর যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিলে তা গাধার এ মৃতদেহ খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি নোংরা কাজ।"

গীবত সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۡ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْم ٌ

“হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।” (সূরা আল-হুজরাতঃ **১২**)

ব্যাখ্যা:- এই আয়াতে গীবতকে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণের সাথে তুলনা করে এর ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

"ধ্বংস তাদের জন্য, যারা মানুষের নিন্দা করে এবং উপহাস করে।" (সূরা আল-হুমাযাহঃ **১**)

ব্যাখ্যা:- এই আয়াতে গীবতকারীর পরিণতি স্পষ্ট করা হয়েছে।
যারা মানুষের দোষ খোঁজে, পিছনে নিন্দা ও অপমান করে, তাদের জন্য শাস্তির বার্তা রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (সূরা নূরঃ ১৯)

ব্যাখ্যা:- গীবতের মাধ্যমে মানুষের চরিত্র হনন হয় এবং সমাজে অশান্তি ও অশ্লীলতা ছড়ায়। আল্লাহ এমন কাজকে ঘৃণা করেন।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

“সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।” (সূরা কাফঃ ১৮)

ব্যাখ্যা:- গীবতসহ সব কথা লিপিবদ্ধ হয়, তাই আমাদের জবাবদিহিতার প্রস্তুতি থাকা উচিত। কথায় সাবধানতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

গীবত সম্পর্কিত হাদিস

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

"তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলা হয়? সাহাবারা বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তখন তিনি বলেন, তোমার মুসলিম ভাই অপছন্দ করে এমন কোন কথা তার পেছনে

বলা। জনৈক সাহাবী বললেন, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যেই থাকে তাও কি তা গীবত হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যা বলছো তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তা হলেই তো গীবত। আর যদি তার মধ্যে তা না পাওয়া যায় তা হলে তা মিথ্যা অপবাদ"। (মুসলিম ২৫৮৯; আবূ দাউদ ৪৮৭৪; তিরমিযী ১৯৩৪)

কাউকে যখন অন্যের গীবত করা থেকে বারণ করা হয় তখন তিনি বলে থাকেন, আমি হুবহু কথাটি তার সামনেও বলতে পারবো। তাকে আমি এতটুকুও ভয় পাই না। মূলতঃ তার এ ধরনের উক্তি যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত না হওয়ার জন্য এ ধরনের সাহসিকতার শর্ত দেননি। সুতরাং তার সামনে বলার সাহস থাকলেও তা গীবত হবেই।

একদা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর পেছনে তার শারীরিক খর্বাকৃতির ব্যাপারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে তুলে ধরলে তিনি তাঁকে বলেনঃ

لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

"তুমি এমন কথা বললে যা এক সাগর পানির সাথে মিশালেও তা মিশে যাবে না বরং তা বাড়তি বলে মনে হবে। আয়িশা বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে জনৈক ব্যক্তির অভিনয় করলে তিনি আমাকে বলেনঃ আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমি কারোর অভিনয় করবো আর আমি এতো এতো কিছুর মালিক হবো"। (আবূ দাউদ ৪৮৭৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে গিয়ে গীবতকারীদের শাস্তি স্বচক্ষে দেখে আসলেন।

আনাস্ বিন্ মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** ইরশাদ করেন:

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُوْنَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِي أَعْرَاضِهِم.

"যখন আমি মি'রাজে গেলাম তখন এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যারা তামার নখ দিয়ে নিজেদের বক্ষ ও মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করছে। আমি বললাম: এরা কারা হে জিবরাঈল? তিনি বললেন: এরা ওরা যারা মানুষের গোস্ত খায় এবং তাদের ইজ্জত লুটায়"। (আবু দাউদ ৪৮৭৮)

কারোর গীবত করা মুনাফিকের আলামত।

আবূ বারযাহ্ আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** ইরশাদ করেনঃ

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ ! لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ.

"হে তোমরা যারা মুখে ঈমান এনেছো; অথচ ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গীবত এবং তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি মুসলিমদের ছিদ্রান্বেষণ করবে আল্লাহ্ তা'আলাও তার ছিদ্রান্বেষণ করবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার ছিদ্রান্বেষণ করবেন তাকে তিনি তার ঘরেই লাঞ্ছিত করবেন"। (আবূ দাউদ ৪৮৮০)

আবুদ্দারদা' (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** ইরশাদ করেনঃ

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি অন্যের অপবাদ খন্ডন করে নিজ কোন মুসলিম ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করলো আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন"। (তিরমিযী ১৯৩১)

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে নিয়ে তাবুক এলাকায় বসেছিলেন এমতাবস্থায় তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কা'ব বিন্ মা'লিক কোথায়? তখন বনী সালিমাহ্ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তার সম্পদ ও আত্মগর্ব তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে। তখন মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) প্রত্যুত্তরে বললেনঃ হে ব্যক্তি, তুমি অত্যন্ত খারাপ উক্তি করলে। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর কসম! আমরা তার ব্যাপারে ভালো ধারণাই রাখি। (মুসলিম ২৭৬৯)

গীবত ব্যভিচার হতেও গুরুতর

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “গীবত বা পরনিন্দা ব্যভিচার থেকেও গুরুতর অপরাধ।” সাহাবারা বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! গীবত কীভাবে ব্যভিচার অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ হতে পারে?”
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “ব্যভিচার করার পর মানুষ আল্লাহর কাছে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করেন। কিন্তু গিবতকারী ব্যক্তিকে যে পর্যন্ত ওই ব্যক্তি (যার গিবত করা হয়েছে) ক্ষমা না করে; ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না।” (মিশকাত)।

এ হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, গীবত করা কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নেই। অবশ্য কারো দ্বারা এরূপ গর্হিত অপরাধ হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ

দিতে হবে। অর্থাৎ ওই ব্যক্তি যদি জীবিত থাকে, তবে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

যার গীবত করা হয়েছে, সে ব্যক্তি যদি মারা যায় কিংবা কোন দূর এলাকায় চলে যায় অথবা কোথায় আছে সে তথ্য জানা না থাকে, তবে আল্লাহর কাছে তার গুনাহ মাফের জন্য এভাবে দোয়া করতে হবে-

"হে আল্লাহ! তুমি আমার ও (যার গীবত করা হয়েছে) তার গুনাহ মাফ করে দাও।" (মিশকাত)।

গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমতুল্য হওয়ার কারণ

কোরআনের আয়াত এবং হাদীসসমূহে গীবত করাকে গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সে গোশত যখন কোন জন্তুর না হয়ে বরং মানুষের হয় এবং সে মানুষটি নিজের আপন ভাই হয়ে থাকে তাহলে তো কোন কথাই নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে নিজেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, সে কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে প্রস্তুত আছে? সে যদি তা খেতে রাজি না হয় এবং তার প্রবৃত্তি এতে ঘৃণাবোধ করে, তাহলে সে কিভাবে এ কাজ পছন্দ করতে পারে যে, তার কোনো মু'মিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মান মর্যাদার ওপর সে হামলা চালাবে, যেখানে তার ঐ ভাইটি তা প্রতিরোধ করতে পারে না, এমনকি সে জানেও না যে, তাকে বেইজ্জতি করা হচ্ছে। গীবত হারাম হওয়ার মূল কারণ যার গীবত করা হয়েছে তার মনোঃকষ্ট নয়, বরং কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার নিন্দা করা হারাম, এ সম্পর্কে সে অবহিত হোক বা না হোক, কিংবা এ কাজ দ্বারা সে কষ্ট পেয়ে থাক বা না থাক। মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া এ জন্য হারাম নয় যে তাতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়। মৃত্যুর পর কে তার লাশ ছিড়ে খাবলে খাচ্ছে তা মৃত ব্যক্তির জানার কথা নয়। কিন্তু সেটা আদতেই অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। অনুরূপ, যার গীবত করা হয়েছে, কোনভাবে যদি তার কাছে খবর

না পৌঁছে, তাহলে কোথায় কোন ব্যক্তি কখন কাদের সামনে তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করেছিল এবং তার ফলস্বরূপ কার কার দৃষ্টিতে সে নীচ ও হীন সাব্যস্ত হয়েছিল, তা সে সারা জীবনেও জানতে পারবে না। না জানার কারণে এ গীবত দ্বারা সে আদৌ কোনো কষ্ট পাবে না। কিন্তু এতে অবশ্যই তার মর্যাদাহানি হবে। তাই ধরন ও প্রকৃতিগত দিক থেকে কাজটি মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

গীবত শুনা হারাম

যখন কোন স্থানে গীবত বা দোষ চর্চা হয়, সেখানে চুপচাপ বসে থেকে গীবত শুনা এবং করাও গীবতের সমতুল্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।
এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে- তোমার উপস্থিতেতে যখন কারো দোষ চর্চা হয় তখন তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও এবং তার উত্তম দিকগুলো তুলে ধর, সম্ভব হলে গীবত বন্ধ করার চেষ্টা কর। অন্যথায় সে স্থান পরিত্যাগ কর। কেননা চুপ থাকলে তুমিও গীবতকারী হিসেবে গণ্য হবে। (দুরত্বে মানসুর)

হযরত মায়মুন বিন সিয়াহ (রহ) নিজের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন- এক রাতে আমি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। স্বপ্নে দেখি, এক কাল হাবশী ক্রীতদাসের গলিত লাশ আমার সামনে এনে রাখা হয়েছে। দুর্গন্ধে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। আমাকে বলা হল- মায়মুন! তোমাকে এ গলিত লাশ থেকে গোশত কেটে খেতে হবে। তখন ভয়ে, ঘৃণায় আমি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম : কেন? উত্তরে বলা হল- কেননা তুমি এর গীবত করছ। আমি বললাম- গীবত করাতো দূরের কথা, আমি একে কখনো দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। উত্তরে বলা হল- তুমি যদিও নিজে গীবত করনি। কিন্তু যে মজলিসে এর দোষ চর্চা হচ্ছিল সেখানে তুমিও উপস্থিত ছিলে। অথচ তোমার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তুমি এর কোন প্রতিবাদ

করনি। তুমি কি এটা জানতে না, গীবত শোনা গীবত করারই সমতুল্য অপরাধ? (তাফসীরে মায়ালেমুত্তানযীল)

তাবিঈ ইব্রাহীম (রহ) বলেন,

إِذَا قُلْتَ فِي الرَّجُلُ مَا فِيهِ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ قُلْتُ مَا لَيْسَ فِيهِ فقد بهته

"কারো প্রকৃত দোষ বর্ণনা করলে তুমি তার গীবত করলে। তোমার বর্ণিত দোষ তার মধ্যে না থাকলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।"

বর্তমান সমাজে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে প্রায় সকলেই পরচর্চার মাধ্যমে শয়তানের আনুগত্য করে চলছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত গীবতের সংজ্ঞা দাঁড় করিয়ে নিয়েছে।

কোন কোন লোক মনে করেন যে, কারো এমন কোন দুর্নাম বর্ণনা করাকে গীবত বলা হয় যা তার সামনে বলা সম্ভব নয়। অতএব, সামনে বর্ণনা করা যায় এমন কোন দুর্নাম করলে তা গীবত হবে না। এ যুক্তি কোনভাবেই সঠিক নয়।

উপরিউক্ত কথাগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কারো সামনে বলার মত দোষ হোক বা না হোক-উভয় প্রকার দোষের চর্চা করাই গীবত। কিছু লোক বলে থাকে যে, কারো মধ্যে যে দোষ বিদ্যমান নেই তা তার প্রতি দোষারোপ করাকে গীবত বলে। অন্যদিকে, যে দোষ কোন ব্যক্তির মধ্যে নেই তা তার প্রতি আরোপ করা মিথ্যা অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে। অতএব, উপরোক্ত কথা যারা বলে তারা প্রকারান্তরে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। আবার কিছু লোক বলে, যে দোষ অন্যের জানা নেই সে ধরনের দোষ বর্ণনা করাই গীবত। অতএব, কারো এমন দোষ বর্ণনা করা গীবত হবে না যা সকলে জানে। এমন যদি বলা হয়, তুমি কেন গীবত করছ? তার উত্তরে বলে এটা তো গীবত নয়, কারণ যে দোষ আমরা বর্ণনা করছি তা তো গোপন নয় বরং সকলেই জানে। এমন তো নয় যে, আমরা বর্ণনা করার পরই লোকেরা তা জানতে পারে।

এটা মূলতঃ তাদের অজ্ঞতার নামান্তর। কারণ দোষ প্রসিদ্ধ হোক বা গোপন হোক, তা বর্ণনা করার সাথে গীবত হয়ে যায়। দোষ প্রসিদ্ধ না হলে বরং তার চর্চায় গুনাহ হয়, একটি গীবতের গুনাহ এবং অপরটি দোষ প্রচার ও প্রকাশ করে বেড়ানোর গুনাহ। আর যে দোষ সকলের জানা আছে তার ক্ষেত্রে কেবল গীবত করারই গুনাহ হয়।

ইমাম হোসাইন (রাঃ) বলতেন, হে আদম সন্তান! ঈমানের উচ্চতর স্তরে পৌঁছতে চাইলে তোমার মধ্যে যে দোষ আছে, অনুরূপ দোষের কারণে অপরকে খারাপ বলো না। প্রথমে নিজের দোষ সংশোধন কর এবং নিজের দোষত্রুটি সংশোধনে ব্যস্ত হলে অপরের কুৎসা করার সময় পাবে না। এ ধরনের লোক আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (রহ.) এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির গীবত করতে শুনলেন। তিনি বললেন, খবরদার। গীবত করো না। মানবজাতির মধ্যে যারা কুকুরতুল্য, গীবত হল তাদের তরবারী।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তায়ালার যিকির কর তাতে তোমার রোগ দূরীভূত হবে। মানুষের দোষচর্চায় রোগ বৃদ্ধি পায়।

শুধু মুখের কথায়ই গীবত হয় না, দৈহিক ত্রুটি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনের ত্রুটি বর্ণনা করায়ও গীবত হয়। ইবনে সীরীন (রহ.) এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করার সময় বলেন যে, সে বোবাও। তিনি এটাকেও গীবত মনে করে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, কারও গীবত করবে না। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে এক নারী সম্পর্কে বললাম যে, তার কাপড়ের আঁচল

খুব লম্বা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তুমি থুথু ফেল। আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে এক টুকরা গোশত বেরিয়ে আসে।

গীবত (পরনিন্দা) শুনে আনন্দিত হওয়াও গীবতের মধ্যে গণ্য হবে। কারণ আনন্দ প্রকাশ করলে গীবতকারী খুশি হয় এবং আরো বেশি গীবতে লিপ্ত হয়। যেমন কোন ব্যক্তি কারও গীবত করল। শ্রোতা বলল, ভাই! আমি তাকে এরূপ মনে করতাম না, অন্যরকম ভাবতাম। তুমি তার আশ্চর্যজনক অবস্থা বর্ণনা করলে। আল্লাহ্ বাঁচালেন। এতে গীবতকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আরো দোষ বর্ণনা করতে তাকে এবং শ্রোতা সাথে সায় দিতে থাকে।

মোটকথা, কারও গীবত শোনা এবং তা বিশ্বাস করাও গীবতের পর্যায়ে গণ্য হবে। বরং যে নীরবে গীবত শুনতে থাকে সেও গীবতে অংশগ্রহণ করে।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে:

المُسْتَمِعُ أَحَدُ الْمُغْتَابِين.

"গীবত শ্রবণকারীও গীবতকারীদেরই একজন।" (তাবারানী)

কেউ কারো গীবত করলে তাকে বাঁধা দিতে হবে। বাঁধা দেয়া সম্ভব না হলে মনে মনে ঘৃণা করতে হবে। সম্ভব হলে গীবতের মজলিস পরিত্যাগ করতে হবে অথবা গীবতকারীকে অন্য কোন প্রসঙ্গে মশগুল করার চেষ্টা করতে হবে। এরূপ কোন চেষ্টা না করলে অবশ্যই গুনাহগার হতে হবে। আন্তরিকভাবে গীবতকে খারাপ মনে করলে এবং যথাসাধ্য তাতে বাঁধা দিলে গীবতের গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

من اذل عندَهُ مُؤْمِنٌ لَم يَنصُرْهُ وَهُوَ يَة يَنصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَذَلَّهُ اللَّهُ يوم الْقِيَامَةِ عَلَى رُوسِ الْخَلائِق.

"কারও উপস্থিতিতে কোন মুমিন ব্যক্তিকে অপমান করা হল এবং উপস্থিত ব্যক্তি তাকে সাহায্য করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সাহায্য করল না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা তাকে সৃষ্টিকুলের সামনে অপমানিত করবেন।"
(আমহদ, তাবারানী)

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَذُبَ عَنْ عِرْضِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة

."যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইজ্জত রক্ষায় সহায়তা করল, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তার ইজ্জত রক্ষায় সহায়তা করবেন।" (ইবনে আবিদ দুনয়া)

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَعْتَقَهُ مِنَ النَّار.

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইজ্জত রক্ষার সহায়তা করল, তাকে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দেয়া আল্লাহ্ তায়ালার কর্তব্য হয়ে যায়।"
(আহমদ, তাবারানী)

মনে মনে গীবত করাও হারাম

মুখের দ্বারা যেমন গীবত করা হারাম, তেমনি মনে মনে কুধারণা করাও হারাম। অনিচ্ছায় মনের মধ্যে এরূপ কোন খারাপ ধারণা জাগ্রত হলে তা অবশ্য ক্ষমাযোগ্য। মহান আল্লাহ তায়ালা খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেনঃ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

অনুমান থেকে বিরত থাকো। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ" (সূরা হুজুরাতঃ ১২)।

অতএব সরাসরি না দেখে অথবা যাচাই-বাছাই না করেই শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা একটি গর্হিত আচরণ। কুরআন মজীদের নির্দেশ হলো তথ্য যাচাই করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين. َ

"হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে" (সূরা হুজুরাতঃ ৬)।

উক্ত আয়াতের আলোকে এ কথা পরিষ্কার যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনেই তার সম্পর্কে কুধারণা করা যাবে না, তার সমালোচনা করা যাবে না। তথ্যটি উত্তমরূপে যাচাই বাছাই করে দেখতে হবে। এটাই কুরআনের নির্দেশ। শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে খারাপ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রাপ্ত তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হলে তখন লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই করার

থাকে না। মনে রাখতে হবে, মানুষের মান-ইজ্জত হজ্জের মাসের মত, হজ্জের দিনের মত, মক্কা নগরীর মত মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক।

গীবতের বৈধ ক্ষেত্রসমূহ

বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, গীবত এমন প্রতিটি উদ্দেশ্যের জন্য বৈধ যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক ও যথার্থ এবং উক্ত উদ্দেশ্য কেবল এ পথেই অর্জিত হতে পারে। যেমনঃ জুলুম-নির্যাতনের প্রতিকার প্রার্থনা, কোনো খারাপী বা অনিষ্ট দূর করার জন্য সাহায্য প্রার্থনা, কোনো শরয়ী মাসআলার জন্য ফতোয়া চাওয়া, ন্যায় বিচারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া, কারো অনিষ্ট থেকে লোকদের সতর্ক করা এবং এর মধ্যে হাদীসের রাবীগণের যাচাই-বাছাই ও সাক্ষীদের দোষত্রুটি বিশ্লেষণও এসে যায়, কোনো কর্মকর্তাকে তার অধীনস্থ কর্মকর্তার খারাপ চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করা, বিবাহ ও দৈনন্দিন লেনদেনের বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা, কোনো ফিকহের ছাত্রকে কোনো ফাসেক ও বিদআতী ব্যক্তির নিকট যাতায়াত করতে দেখলে তার খারাপ চরিত্র সম্পর্কে তাকে সতর্ক করা ইত্যাদি। তাছাড়া যেসব লোকের গীবত করা বৈধ তারা হচ্ছে- প্রকাশ্যে দুষ্কর্ম, জুলুম-অত্যাচার ও বিদআতী কাজে লিপ্ত ব্যক্তি। (ফাতহুল বারী, খ. ১০ পৃ. ৩৬২)।

ইমাম নববী বলেন, সৎ ও শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য সাধন যদি গীবত করা ছাড়া সম্ভব না হয় তাহলে এ ধরনের গীবতে দোষ নেই। তিনি এজন্য ছয়টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন-

ক) জুলুমের বিরুদ্ধে আবেদন পেশ করা। মাজলুম ব্যক্তি দেশের এমন সব লোকের কাছে জালেমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে যাদের কর্তৃত্ব ও

মাজলুমের প্রতি ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা আছে। এক্ষেত্রে সে বলতে পারে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করেছে।

খ) অবৈধ কার্যকলাপ উদঘাটন ও প্রতিরোধের জন্য কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যাবে।

গ) কোন ফতোয়া চাইতে গিয়ে মুফতীদের কাছে প্রয়োজনে অন্যদের দোষ বর্ণনা করা যাবে। তবে ভালো হয় যদি নাম উল্লেখ না করে বলা হয়, "কোন ব্যক্তি এরূপ আচরণ করলে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?" আমার বাবা, আমার ভাই আমার সাথে এইভাবে জুলুম করেছে এভাবে না বলাই ভালো কিন্তু নাজায়েয নয়।

ঘ) হাদীসের বর্ণনাকালে কোন রাবীর দোষত্রুটি থাকলে তা বর্ণনা করা শুধু জায়েযই নয়, বরং ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিব।

ঙ) বিবাহ, ব্যবসায়, লেনদেন ও পরামর্শের ব্যাপারে উপকারের নিয়তে খারাপ দিকগুলো তুলে ধরা যায়। তবে এখানে নিয়তের বিশুদ্ধতা জরুরী এবং কথাবলার আগে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

চ) কাজকর্মে অক্ষম ব্যক্তিদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে যদি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেয় তবে তা জায়েয।

ছ) যারা প্রকাশ্যে ফাসেকী ও বিদআতী কাজ করে; যেমন প্রকাশ্যে মদ পান করে, মানুষের উপর অত্যাচার করে, অবৈধ কাজে লিপ্ত হয় তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা করা যাবে।

জ) কারো পরিচয় দিতে গিয়ে যদি কোন বিশেষ উপাধি বা দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করতে হয় তবে তা জায়েয। তবে খাটো করা বা অসম্মান করার উদ্দেশ্যে হলে তা হারাম।

গীবত করার কারণসমূহ

বিভিন্ন কারণে গীবতচর্চা হয়ে থাকে। এর মধ্যে আটটি কারণ সবার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বাকি তিনটি কারণ উচ্চ পর্যায়ের দ্বীনদার ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

□ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মিটানোর জন্য একে অপরের পরচর্চা করে থাকে। অর্থাৎ কোন কারণে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তার দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং মনের ক্ষোভ মিটাতে থাকে। এ ক্রোধ গীবত বা পরনিন্দার অন্যতম কারণ।

□ অনেক সময় মানুষ অন্যদের দেখাদেখি গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরের সাথে তাল মিলাতে থাকে। যেমন- নিজের কোন বন্ধু বা সহযোগী কারও দোষচর্চা করতে থাকলে সে মনে করে, আমি যদি তার সাথে তাল না মিলাই তাহলে সে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সঙ্গদোষে সেও গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

□ পরিণাম চিন্তার বশবর্তী হয়েও কেউ গীবতে লিপ্ত হতে পারে। যেমন- কোন ব্যক্তির আশংকা হল যে, তার বিরুদ্ধে অমুক ব্যক্তি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে কুৎসা করতে পারে বা সাক্ষ্য দিতে পারে। তাই সে আগেভাগেই তার প্রতিপক্ষের কুৎসা রটানো শুরু করে দেয় যাতে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য না হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয় যে, লোকটি তার বিরুদ্ধে অযাচিত কথা বলছে।

□ কোন দোষ থেকে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যেও কেউ গীবতের চর্চায় লিপ্ত হতে পারে। যেমন- কেউ তার প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করে বলল, অমুকও এ কাজ করেছে বা বলতে পারে যে, সেও আমার সাথে শরীক ছিল এবং আমি একান্তই নিরুপায় ছিলাম।

□ অহংকার, আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণেও কেউ পরচর্চায় জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যদের নীচ ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করতে পারে। যেমন- কাউকে একথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি নিরেট মূর্খ, তার উত্তম বোধশক্তি নেই। অর্থাৎ তার কথার উদ্দেশ্য এটাই যে, সে সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা কম জ্ঞানের অধিকারী।

□ প্রতিহিংসার কারণেও গীবতের গুনাহ হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির প্রতি যখন লোকদের ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রশংসা করে, তখন এতে হিংসুকের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে। সে মনে মনে কামনা করে, লোকটি যে মর্যাদা ও ভালবাসা লাভ করেছে তা যেন তার হাত ছাড়া হয়ে যায়। অন্য কিছু করতে না পারলেও সে তার গীবত চর্চায় মেতে উঠে, যাতে লোকজন তার সান্নিধ্যে যাওয়া কমিয়ে দেয় কিংবা পরিত্যাগ করে।

□ হাসি-তামাশা, কৌতুক ও ঠাট্টাচ্ছলেও মানুষ গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

□ অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার কারণেও গীবত চর্চা হতে পারে। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে অথবা অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

গীবতের আরো যে তিনটি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে বিশিষ্ট পর্যায়ের ধর্মভীরু লোকের মধ্যেই এ তিন প্রকারের কারণ সীমাবদ্ধ।

☐ কোন দ্বীনদার ব্যক্তির মধ্যে তার কোন ত্রুটি প্রকাশ পেলে অবাক বিস্ময়ে একথা বলা যে, লোকটি থেকে এরূপ ত্রুটি প্রকাশ পাবে তা আমরা কখনো আশা করিনি। নাম উল্লেখ করে এরূপ বলা হলে তা গীবত হিসেবে গণ্য হবে এবং মন্তব্যকারী গুনাহগার হবে। অবশ্য নাম উল্লেখ না করে কিছু বললে তাতে গীবত হবে না।

☐ কোন দ্বীনদার ব্যক্তির ভুলত্রুটি লক্ষ্য করে তার প্রতি দয়া জাগ্রত হওয়া এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে। যেমন- কোন ব্যক্তিকে সমালোচনাযোগ্য কাজে লিপ্ত হতে দেখে তার প্রতি দয়া ও দুঃখ প্রকাশের উদ্দেশ্যে এভাবে বলা যে, তার জন্য বড়ই আফসোস হয়। সে এরূপ বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। দুঃখ প্রকাশ করার দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি যদিও যথার্থ মনে হয়, কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করায় তা গীবতের পর্যায়ে চলে যায়।

☐ ক্রোধ বা অভিমান করতে গিয়েও গীবতের সূত্রপাত হতে পারে। যেমন- কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে খারাপ কথা বলতে দেখা গেল বা শোনা গেল। তখন তার প্রতি সহমর্মিতার কারণে রাগ বা অভিমান জাগ্রত হয়। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে রাগ বা অভিমান ব্যক্ত করলে তা গীবতের পর্যায়ে পড়ে, নাম উল্লেখ না করে তা করা হলে গীবতের পর্যায়ে পড়ে না। এখানে উত্তম পন্থা হল, অন্যের কাছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশ না করে বরং একান্তে তার সামনেই অভিমান প্রকাশ করা। এতেই উভয়ই গুনাহ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

কোন শ্রেণির মানুষ বেশি গীবত করে

সবচেয়ে বেশী গীবত চর্চা হয় অবসর সময়ে। মানুষের যখন কর্ম ব্যস্ততা থাকে না, তখন সে অবসর পায়। আর এই অবসর সময় অতিবাহিত করার জন্য চলে যায় গল্পের আড্ডায়, চা স্টলে, ক্লাবে, রাস্তার মোড়ে, হাট-বাজারে অথবা ইন্টারনেটের সুবিস্তৃত প্রান্তরে। শুরু হয় অপ্রয়োজনীয় খোশগল্প। এক পর্যায়ে গল্পচ্ছলে মানুষের নিন্দা ও দোষকীর্তন শুরু হয়ে যায়। চায়ের চুমুকে চুমুকে গীবতের চর্চা হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আল্লাহর ঘর মসজিদে গীবত করতেও মানুষের বুক কেঁপে উঠে না। সালাতের পরে মুসলিম ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের মহোৎসবে তারা মেতে উঠে। মহিলারাও পিছিয়ে নেই বরং অবসর সময়ে গীবত চর্চাতে পুরুষের চেয়ে তারা কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকে।

তাছাড়া অবসর সময়গুলোতে সোশ্যাল মিডিয়াও মুখরিত হয়ে উঠে পরনিন্দার অনুশীলনে। কোথায় কে কি করেছে বা না করেছে তা সুনিপুণভাবে ফুটে ওঠে গীবতকারীর স্ট্যাটাসে। শুরু হয় লাইক-কমেন্ট আর শেয়ারের এলোপাতাড়ি ঝড়। যেন সবাই পাপের ভাগ-বাটোয়ারাতে উঠে পড়ে লেগেছে।

গীবতের অনুশোচনা

নিজের বাকশক্তিতে সংযত রাখা মানুষের দায়িত্ব। তাহলে সে গীবতে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে এবং তার ঈমান, আমল ও আখিরাত বরবাদ হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। সতর্কতা অবলম্বনের পরও যদি গীবত হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং ক্ষমা চাওয়া উচিত। যার গীবত করা হয়েছে, অকপটে তার কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। কারণ গীবত এমন একটি অপরাধ যেখানে আল্লাহর অধিকারও ক্ষুণ্ণ হয় (তাঁর নির্দেশ লংঘিত হয়) এবং বান্দার অধিকারও ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্য আল্লাহর কাছে তওবা করার পাশাপাশি বান্দার কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। বান্দা ক্ষমা করলে তবেই শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

গীবতের ভয়াবহতা ও পরিণাম

গীবত বা পরনিন্দা একটি সর্বনাশা মহাপাপ। এই পাপের মাধ্যমে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার নষ্ট হয়। কারণ পরনিন্দার মাধ্যমে অন্যের সম্মানহানি করা হয়, যা আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমের উপর হারাম করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতে গীবতকারীর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। নিম্নে গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা সম্পর্কে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল-

- *গীবত একটি ভয়াবহ কবীরা গুনাহ*

মুসলিমের জীবনে অন্যান্য কবীরা গুনাহের চেয়ে গীবতের প্রভাব ও পরিণাম অপেক্ষাকৃত বেশী ভয়ংকর। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গীবতের ভয়াবহতা বুঝাতে যে উপমা দিয়েছেন, অন্য কোন গুনাহের ব্যাপারে এত শক্তভাবে বলেননি। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি একবার সাফিয়া [রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী] এর দিকে ইশারা করে বললাম,

أَنَّهَا قَصِيرَةٌ

“সে তো বেঁটে মহিলা।” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “তুমি তো তার গীবত করে ফেললে।”

[আহমাদ হা/২৫৭০৮; ইবনু আবীদ্দুনইয়া, যামুল গীবাত ওয়ান নামীমাহ, হা/৭০; পৃ. ২৪, সনদ হাসান]

অপর বর্ণনায় এসেছে, “তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যদি তা সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে।”

ছোট্ট একটি কথা যদি বিশাল সমুদ্রের রঙ বদলে দিতে পারে, বিস্তীর্ণ সাগরের পানির স্বাদ পরিবর্তন করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তবে এই গীবত আমাদের দ্বীনদারিতা ও আমলনামার কি অবস্থা করে ছাড়বে তা সহজেই অনুমেয়।

- *গীবত, যিনা-ব্যভিচার ও সুদ-ঘুষের চেয়েও নিকৃষ্ট পাপ*

সমাজে প্রচলিত পাপগুলোর মাঝে জঘন্য পাপ হল ব্যভিচার ও সূদ। যিনাকারী ও সুদ-ঘুষখোর নর-নারীকে সমাজের সবাই ঘৃণা করে। তাদেরকে কেউ অন্তরে ঠাঁই দেয় না। কিন্তু ভয়ংকর ব্যাপার হল সুদ-ঘুষ ও যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও ক্ষতিকর, ঈমান বিধ্বংসী ও নিকৃষ্ট পাপ হল গীবত। আরো ভয়াবহ ব্যাপার হল মুসলিম সমাজের অনেকেই ব্যভিচার ও সুদের পাপ থেকে নিজেকে হিফাযত করতে পারলেও অবলীলায় গীবতের পাপে জড়িয়ে পড়েন। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,**

الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَأَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ ،

গীবতের বাহাত্তরটি দরজা আছে। তার মধ্যে নিকটবর্তী দরজা হল কোন পুরুষ কর্তৃক তার মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। আর সবচেয়ে বড় হল অপর ভাইয়ের সম্মানহানি করা (অর্থাৎ গীবত করা)।

[তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭১৫১; ছহীহুল জামে' হা/৩৫৩৭; ছহীহাহ হা/১৮৭১, সনদ ছহীহ]

আমরা জানি, যিনা-ব্যভিচার এমনিতেই নিকৃষ্ট মানের পাপ। ব্যভিচারীকে মানুষ সবসময় ঘৃণার চোখে দেখতে অভ্যস্ত। তার উপর আপন মায়ের সাথে এমন জঘন্য কাজের কথা মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। আবার এই কল্পনাতীত গুনাহ টাই সুদের সবচেয়ে লঘু স্তর। আর সেই সুদের চেয়েও বড় পাপ হল গীবত। তাহলে এই গীবত কত নিকৃষ্ট, জঘন্য ও নিন্দনীয় পাপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওলামায়ে কেরাম বলেন, সূদের চেয়ে গীবতের পাপ মারাত্মক হওয়ার কারণ হল মুসলিম ব্যক্তির সম্পদের চেয়ে তার মান-মর্যাদা অনেক বেশী মূল্যবান। তাই তার সম্পদ আত্মসাৎ করার চেয়ে তার সম্মান নষ্ট করার ভয়াবহতা অনেক বেশী।

[ফাহুল ক্বারীবিল মুজীব ১১/৩৯১]

- *গীবতকারী কবরে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে*

মৃত্যুর পর থেকেই গীবতকারীর পরকালীন শাস্তি শুরু হয়ে যায়। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন,

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا'

নবী করীম (সাঃ) একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এ সময় তিনি বললেন, এদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখুরী করে বেড়াত। তারপর তিনি একটা কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ফেড়ে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একটা করে পুঁতে

দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন এমন করলেন? তিনি বললেন, আশা করা যায় এই দু'টি ডাল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে'।

[বুখারী হা/২১৮; মুসলিম হা/২৯২]

জিহ্বা এমন এক ভয়ংকর বস্তু যে, তরবারিও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভয় পায়।

- *গীবত বান্দার দ্বীনদারীতাকে ধ্বংস করে*

আখিরাত পিয়াসী বান্দার জীবনে অমূল্য সাধনার ফসল হল তার দ্বীন। এটাকে উপজীব্য করে সে তার পার্থিব জীবন পরিচালনা করে। কিন্তু গীবত ও পরনিন্দা তার দ্বীনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। নীরব ঘাতকের মত তার ধার্মিকতায় পঁচন ধরিয়ে দেয়। বান্দা যদি গীবত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে না পারে, তবে তার ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারে না। এজন্য সালাফে সালেহীগণ শুধু সালাত-সিয়ামকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং গীবত থেকে বিরত থাকাকেও ইবাদত হিসেবে গণ্য করতেন। কেননা গীবতের ছিদ্র বন্ধ না থাকলে আমলনামার ঝুলিতে কোন নেকী অবশিষ্ট থাকে না। তাছাড়া গীবত বান্দার হৃদয়কে রোগাক্রান্ত করে দেয়, ফলে তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুমিনের স্তর থেকে ফাসেকের স্তরে ছিটকে পড়ে।

- *গীবতের মাধ্যমে নেক আমল ধ্বংস হয়*

গীবতের কারণে আমলনামা থেকে সৎকাজের পরিমাণ কমে যায়। আবু উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার আমলনামায় এমন কিছু নেক আমল দেখতে পাবে যা সে কখনও করেনি। সে বলবে, হে আল্লাহ! এসব নেক কাজ তো আমি করিনি, তাহলে কিভাবে আমার আমলনামায় যুক্ত হল? তখন মহান আল্লাহ বলবেন, যেসব লোক তোমার গীবত করেছে তাদের

আমলনামা থেকে নেক কাজ বিয়োগ করে তা তোমার আমলনামায় লিখে দেয়া হয়েছে।
(তামবীহুল গাফলীন, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)

এ সাহাবী থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার আমলনামায় তার কোন নেক আমল লিপিবদ্ধ না দেখে জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহ্! আমি তো পার্থিব জীবনে অনেক নেক কাজ করেছি অথচ তা আমার আমলনামায় দেখতে পাচ্ছি না। তখন মহান আল্লাহ্ বলবেন, তুমি অমুক অমুক লোকের গীবত করেছ। তাই তোমার আমলনামা থেকে তা বিয়োগ করে তুমি যে ব্যক্তির গীবত করেছ তার আমলনামায় তা যোগ করে দিয়েছি।
(তারগীব তারহীব)

- *দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের ত্রুটি প্রকাশ পায়*

পৃথিবীর কোন মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। কম-বেশী সবার মাঝেই ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। কেউ যদি নিজের দিকে নজর না দিয়ে শুধু অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং গীবত করে, তাহলে তার দোষ-ত্রুটিগুলোও যে কোন মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ করে দেন। মূলত গীবতকারীর ত্রুটিগুলো প্রকাশ করে দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেন। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানদেরকে পরনিন্দা থেকে সাবধান করেছেন।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِه ِ

"যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের

দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করবে, মহান আল্লাহও তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি তার ত্রুটি প্রকাশ করার মাধ্যমে তাকে তার ঘরের মধ্যেই লাঞ্ছিত করবেন।" [ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৩৮, সনদ ছহীহ]
অন্যের ত্রুটি গোপন রাখা প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক।

- *কিয়ামতের দিন অন্যের পাপের বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে*

কিয়ামতের দিন কড়ায় গন্ডায় গীবতের হিসাব নেওয়া হবে। যার গীবত করা হয়েছে তার পাপের বোঝা গীবতকারীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে, অথচ সেই গীবতকারী হয়ত সারা জীবনে একবারও সেই পাপ করেনি। অথচ পরনিন্দার কারণে সেই পাপের গ্লানি তাকে টানতে হবে। আবার নিজের কষ্টার্জিত আমল-সালাত, সিয়াম, দান-সাদাক্কাহ, তাহাজ্জুদ, কুরআন তিলাওয়াত প্রভৃতি ইবাদতের নেকীগুলো গীবতের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে দিয়ে দিতে হবে। হাশরের ময়দানে মানুষ যখন একটা নেকীর জন্য হন্যে হয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে থাকবে, সেই কঠিন মুহূর্তে নিজের নেকী অন্যকে দিয়ে দিতে হবে।

সহজ কথায় আমরা যদি গীবতের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোন মাধ্যমে হোক অপর মুসলিমের অধিকার নষ্ট করি, তবে কিয়ামতের দিন আমাদের কষ্টার্জিত নেক আমলের নেকীগুলো তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে। যদি নেকী শেষ হয়ে যায়, তাহলে যার গীবত করা হয়েছে তার পাপের বোঝাগুলো নিজের মাথায় নিতে হবে এবং এভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে।

- *পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ*

নিজের নেকীগুলো অন্যকে দিয়ে যখন গীবতকারী দেউলিয়া হয়ে যাবে, তখন তার জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে।
আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ (সাঃ)** বলেছেন,

لما عرجَ بِي رَبِّي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وجوههم وصدورهم فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِم ، ْ

"যখন আমার রব (মিরাজের রাতে) আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন, আমি সেখানে এমন লোকেদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামা দিয়ে তৈরি। তারা সেসব নখ দিয়ে তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষ খোঁচাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এরা সেসব লোক, যারা (গীবত করার মাধ্যমে) মানুষের গোশত খায় এবং মানুষের মান-সম্মানে আঘাত হানে।" [আবূদাঊদ হা/৪৮৭৮; মিশকাত হা/৫০৪৬, সনদ ছহীহ]

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, "শোকের সময় মুখ ও বুক খামচানো পুরুষ মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এগুলো ভাড়াটে বিলাপকারিণী মহিলাদের স্বভাব।" মূলত এই উপমা দেওয়ার মাধ্যমে হাশরের মাঠে গীবতকারীদের শোচনীয় ও লাঞ্ছনাদায়ক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
[আওনুল মা'বুদ ১৩/১৫৩]

- *জান্নাতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত*

গীবতের গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি দুনিয়ায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে নেককার হবে। নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, অন্যান্য ইবাদতও করবে। কিন্তু পুলসিরাত পার হওয়ার সময় তারা বাধাগ্রস্থ হবে।
জাহান্নামের উপর অবস্থিত পুলের নাম পুলসিরাত। আখিরাতে সকলকেই ওই পুল পাড়ি দিতে হবে। জান্নাতি হলে পুলসিরাত সহজেই পার হয়ে যাবে। আর জাহান্নামী হলে তাকে টেনে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। গীবতকারীও এরূপ পরিস্থিতির শিকার হবে। তাদেরকে পুলসিরাত পাড়ি দেয়া থেকে বাধা প্রদান করা হবে। বলা হবে, তোমরা পুলসিরাত পাড়ি দিতে পারবে না। পাড়ি দিতে হলে গীবতের কাফফারা আগে আদায় করতে হবে।। গীবতের কাফফারা মানে যাদের

গীবত করা হয়েছে, তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। তারা ক্ষমা করলে পুলসিরাত পার হতে পারবে, অন্যথায় নয়।

গীবতের কাফফারা

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে যথাসম্ভব নিজের বাকশক্তিকে সংযত রাখা, যাতে এর দ্বারা অন্যের গীবত প্রকাশিত হয়ে নিজের ঈমান, আমল, দুনিয়া এবং আখেরাত সব কিছুর ধ্বংস হয়ে না যায়। কিন্তু কারো উপর শয়তান প্রবল হয়ে গেলে তার দ্বারা যদি কোন গুনাহ হয়ে যায় এবং তা যদি আল্লাহর হক্ক যেমন- নামায, রোযা ইত্যাদি পরিত্যাগজনিত গুনাহ হয় তাহলে এর প্রতিকার হল, আল্লাহর দরবারে খাটি তওবা করা। কিন্তু তওবার জন্য অন্তরে লজ্জা, অনুশোচনা, মুখে ইস্তেগফার, ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের গুনাহ না করার দৃঢ় প্রত্যয় থাকতে হবে। বান্দা এসব শর্তের প্রতি লক্ষ্য করে তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দয়া করবেন আশা করা যায়।

অপরদিকে, সংঘটিত গুনাহ যদি বান্দার হক্ক সংশ্লিষ্ট হয়, তবে শুধু তওবা দ্বারা এর মাফ পাওয়া যাবে না। কেননা হক্কের অধিকারী কেয়ামতের দিন তার হক্কের জন্য পাকড়াও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংঘটিত গোনাহের সাথে যে বান্দার হক্ক রয়েছে, তার কাছ থেকে অকপটে মাফ চেয়ে নেয়া জরুরী। কারণ গীবত এমন এক অপরাধ যেখানে আল্লাহ তায়ালার অধিকার ক্ষুন্ন হয় অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘিত হয় এবং বান্দার অধিকার ক্ষুন্ন হয়। তাই আল্লাহ তায়ালার কাছে তওবা করার সাথে সাথে বান্দার নিকটও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

গীবতের সাথে দুইটি হক্ক জড়িত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা গীবত করতে নিষেধ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা মানুষের গোশত ভক্ষণ করো না। অতএব গীবতকারী এক সাথে আল্লাহ

তায়ালা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতা ও শয়তানের তাবেদারী করে। এর কাফফারা হল, গীবতের শাস্তির কথা স্মরণ করে চোখের পানি আনবে এবং মুখে ক্রমাগত ইস্তেগফার করবে।
বান্দার গীবতজনিত অধিকারের কাফফারা কি হবে, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

এক দলের মতে, তওবা দ্বারাই গীবতের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। যার গীবত করা হয়েছে তার থেকে মাফ নেওয়ার দরকার নেই।

দ্বিতীয় দলের মতে, গীবতের গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবার সাথে সাথে যার গীবত করা হয়েছে তার প্রশংসা করা, আল্লাহ তায়ালার দরবারে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং কল্যাণ বরকতের দুআ করা জরুরী। এসব করলে তবেই গীবতকারী গুনাহ থেকে মুক্ত হবে।

তৃতীয় দলের মতে, গীবতের গুনাহ মিটে যাওয়ার জন্য তওবার সাথে সাথে যার গীবত করা হয়েছে, তার কাছ থেকে মাফ নেওয়াও জরুরী। গীবতের সংবাদ তার কাছে পৌঁছুক বা না পৌঁছুক।

চতুর্থ দলের মতে, যার গীবত করা হয়েছে সে এ ব্যাপারে শুনলে তবেই মাফ নেওয়া জরুরী। অন্যথায় তার জন্য শুধু ইস্তেগফার করাই গুনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

م كَانَ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْشَى فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارُ وَلَا دِرْهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ أُخِذَ مِنْ مَظْلَمَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْه. ِ

যে কারো প্রতি কোন প্রকারে জুলুম করেছে, সে জুলুম সম্মানহানি অথবা সম্পদ আত্মসাৎজনিত হোক, সে দিন আসার আগেই তার তা মাফ করিয়ে নেয়া উচিত,

যেদিন কোন দীনার দিরহাম থাকবে না। যদি তার কোন নেক আমল থাকে তা হলে জুলুমের বিনিময়ে তা মজলুমকে দেয়া হবে। আর নেক আমল না থাকলে দাবীদারের বদ আমলসমূহ তার উপর চাপানো হবে। (বোখারী-কেসাস অধ্যায়)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

"ধ্বংস তাদের জন্য, যারা মানুষের নিন্দা করে এবং উপহাস করে।" (সূরা আল-হুমাযাহঃ ১)

ব্যাখ্যা:- এই আয়াতে গীবতকারীর পরিণতি স্পষ্ট করা হয়েছে।
যারা মানুষের দোষ খোঁজে, পিছনে নিন্দা ও অপমান করে, তাদের জন্য শাস্তির বার্তা রয়েছে।

গীবত থেকে মুক্তি লাভের উপায় ও করণীয়

গীবত দূরারোগ্য ব্যাধির ন্যায়। গীবতের রোগ মরণ ব্যাধি ক্যান্সার অপেক্ষাও ভয়াবহ। ক্যান্সার মানুষের শরীর নিঃশেষ করে দেয় আর গীবত কর্মফল ধ্বংস করে দেয়। দুনিয়াতে তাকে লাঞ্ছিত করে এবং পরকালে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। অথচ আমরা নিত্যদিন গীবত করার মাধ্যমে আমাদের অতি আদরের দেহটাকে আগুনের খোরাক বানাচ্ছি। সুতরাং জীবদ্দশাতেই গীবত ও পরনিন্দা থেকে বাঁচার পথ খুঁজে নিতে হবে।

- *গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হওয়া*

গীবত থেকে বাঁচার জন্য সর্বপ্রথম এর ভয়াবহতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। কারণ কোন কিছুর ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সেই ক্ষতিকারক বিষয় থেকে সতর্ক থাকা যায় না। সুতরাং গীবত যে ভয়াবহ পাপ সেটা যদি কেউ

না জানে এবং গীবতের ধারণা তার কাছে অস্পষ্ট থাকে, তবে তার মাধ্যমে গীবতের পাপ হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু সে যদি জানে গীবত সাধারণ কোন গুনাহ নয়, এটা যেনা-ব্যভিচার, সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতির চেয়েও মারাত্মক। এই পরনিন্দা ঋণের মতো, যা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। যার দোষ-চর্চা করা হয়, কিয়ামতের দিন তাকে নিজের কষ্টার্জিত আমলের নেকী ও সওয়াব বাধ্য হয়ে দিতে হবে। আর যদি নিজের নেকী না থাকে, তবে সেই ব্যক্তির পাপের বোঝা গীবতকারীর উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে উল্টোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এসব বিষয় কেউ অবহিত হলে তার জন্য গীবত পরিহার করা অনেকটা সহজ হবে।

- *জিহ্বার হিফাযত করা*

জিহ্বা ঘটিত পাপগুলো খুব সহজে করা হয়, ফলে এর ভয়াবহতাও বেশী। গীবত মূলত জিহ্বার মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ)** বলেছেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّار ، ِ

“মানুষ কখনো এমন কথাও বলে, যে কথার ব্যাপারে সে অসুবিধার কিছু মনে করে না, অথচ এই কথার কারণে তাকে সত্তর বছর জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে”। [তিরমিযী হা/২৩১৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭০, সনদ ছহীহ]

তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিভিন্ন হাদীসে জিহ্বা সংযত করার ব্যাপারে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন। উকবাহ ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! নাজাতের উপায় কি? তিনি বললেন, উকবাহ! তুমি নিজ জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার ঘর প্রশস্ত রাখ (অর্থাৎ অবসরে নিজ গৃহে অবস্থান কর)। আর নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন কর'।

[তাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৭৪১; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৪১, সনদ ছহীহ লিগাইরিহী]

সুতরাং কথা বলার আগে ভাবতে হবে, যে কথাটি বলা হবে তা আদৌ উচিত হবে কিনা। উচ্চারিত কথাগুলো গীবত হচ্ছে কিনা। কেননা অন্তরের ভাবনাগুলোই মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে।

- *কল্যাণকর কথা বলা অথবা চুপ থাকা*

অধিকাংশ গীবত কথা-বার্তার মাধ্যমে হয়ে থাকে। সেজন্য প্রয়োজনীয় কথা বলা ছাড়া মুখ বন্ধ রাখতে পারলে নানা রকম গুনাহ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। **রাসূলুল্লাহ (সাঃ)** বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ُ

আখিরাত দিবসের প্রতি যে ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।
[বুখারী হা/৬১৩৬; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩]

অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে চুপ থাকাও
ইবাদতে পরিণত হতে পারে। এক ব্যক্তি সালমান ফারেসী (রাঃ)-কে বললেন, “আমাকে নসীহত করুন।” তিনি বললেন, “কোন কথা বলবে না”। লোকটি বলল, “সমাজে বসবাস করে কেউ কি কথা না বলে থাকতে পারে?” উত্তরে তিনি বললেন,

فَإِنْ تَكَلَّمْتَ، فَتَكَلَّمْ بِحَقٍّ أَوِ اسْكُت ، ْ

“যদি কথা বলতেই হয়, তবে সঠিক কথা বল অথবা চুপ থাক”।

[ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৩৪০]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন,

وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَقُّ بِطُولِ سِجْنٍ مِنَ اللِّسَانِ

"আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই।"
যমীনের বুকে দীর্ঘ সময় কারাগারে রাখার মতো জিহবার চেয়ে উপযুক্ত কোন বস্তু নেই'। [আল-বাহরুল মুহীত্ব ২/১৭৪]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, "জিহবা বান্দার যাবতীয় গুনাহের অন্যতম প্রবেশদ্বার। কথার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায় হল- চুপ থাকা বা মুখ দিয়ে অনর্থক কোন কথা উচ্চারণ না করা। কেউ যদি জিহবার পাপ থেকে নিরাপদ থাকতে চায়, তবে সে যেন কথা বলার আগে একটু চিন্তা-ভাবনা করে নেয় যে, এই কথার দ্বারা আমার কোন ফায়দা আছে কিনা। যদি কথাটি অনর্থক হয়ে থাকে, তবে তা বলা থেকে বিরত থাকবে। যদি মুখের এই কথার কারণে উত্তম কোন কিছু হাতছাড়া হয়ে যায়, তবে এই কথা বলা থেকেও চুপ হয়ে যাবে"। [ইবনুল কাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ১৫৮]
ইমাম ইবনুল কাইয়িমের উক্ত নীতির অনুসরণ করতে পারলে, গীবতের পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে।

- *আল্লাহর যিকিরে জিহ্বাকে সিক্ত রাখা*

যিকির বান্দাকে গীবতের পাপ থেকে নিরাপদ রাখে। আল্লাহর স্মরণে সিক্ত জিহ্বা সর্বদা কল্যাণকর কাজেই ব্যস্ত থাকে। ফলে নানাবিধ পাপ পঙ্কিলতা থেকে ব্যক্তি সুরক্ষিত থাকে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা ও অশ্লীলতার মতো গর্হিত কথাবার্তা থেকে জিহ্বাকে

মুক্ত রাখা যায়। মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হল সে চুপ থাকতে পারে না। কোন না কোন কথা তাকে বলতেই হয়। সেজন্য আল্লাহর যিকিরে জিহ্বাকে ব্যস্ত রাখা না হলে এবং শরীআতের বিধি-বিধানের ব্যাপারে আলোচনা করা না হলে জিহ্বা হারাম ও রবের অসন্তুষ্টিমূলক কথাবার্তায় লিপ্ত হবেই। আল্লাহর যিকির ছাড়া এ থেকে উত্তরণের বিকল্প কোন পথ নেই। কেউ যদি স্বীয় রসনাকে আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত রাখতে পারে, তবে সে অন্যায় কথাবার্তা থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে পারবে। আর তার জিহ্বা যিকির থেকে নীরস-শুষ্ক থাকলে তার জিহ্বা বাতিল, অনর্থক ও অশ্লীল কথা দ্বারা সিক্ত হবে'। [ইবনুল কাইয়িম, আল-ওয়াবিলুছ ছায়্যিব, ১/৯৮]

সুতরাং পরনিন্দা থেকে পরিত্রাণ লাভে করণীয় হল স্বীয় জিহ্বাকে যিকিরে ব্যস্ত রাখা।

- *গীবত করার সময় নেকী বিনষ্ট হওয়ার কথা মনে করা*

কারো দোষ বর্ণনা করার আগে মানুষ যদি একটু চিন্তা করে দেখে যে, আমি যে লোকের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করছি, তার কাছে আমি চিরদিনের জন্য ঋণী হয়ে যাচ্ছি। এই ঋণ নিজের কষ্টার্জিত সওয়াব প্রদান অথবা তার পাপগুলো নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে পরিশোধ করতে হবে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ যখন দিশেহারা হয়ে একটু নেকীর জন্য ছোটাছুটি করবে, সেই কঠিন মুহূর্তে নেকী দিয়ে গীবতের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সেই কঠিন দিনে নিজের সওয়াবের ঝুলি থেকে নেকী নিয়ে অপরকে দিয়ে দেওয়া আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। ভয়াবহ সেই দৃশ্যপট হৃদয়ের আয়নায় মেলে ধরতে পারলে, গীবত করার আগে মানুষ বারবার ভাবতে বাধ্য হবে।

এজন্য আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) বলেন,

لو كنت ، مغتاباً أحداً لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي

যদি কারো গীবত করতাম, তাহলে আমার পিতামাতার গীবত করতাম। কারণ তারাই আমার নেকী লাভ করার অধিক হক্বদার। [নববী, আল-আযকার পৃ. ৩৪০; ইবনুল মুফলিহ, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১/২৯২]

হাসান বসরী (রহঃ)-কে বলা হল অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে। তখন তিনি গীবতকারীর উদ্দেশ্যে এক থালা মিষ্টান্ন উপহার পাঠালেন। আর বলে দিলেন, "আমি শুনেছি আপনি আমাকে আপনার কিছু নেকী হাদিয়া দিয়েছেন। বিনিময়ে আমার উপহারটুকু গ্রহণ করবেন।"
[আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, ১/২৯২]

- *গীবতকারীদের মজলিস পরিত্যাগ করা*

গীবতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অন্যতম অনুঘটক হিসাবে কাজ করে পরিবেশ ও সঙ্গ। অনেক সময় বাধ্য হয়ে গীবত শুনতে হয়, অথচ গীবত শোনাও সমান গুনাহ। মজলিসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গল্পচ্ছলে গীবত হয়ে যায়। সেজন্য গীবতকারীর সঙ্গ ও বৈঠক পরিত্যাগ করা উচিত। গীবতকারীকে যদি বাহ্যিক দ্বীনদারও মনে হয়, তবুও তার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) মসজিদে সালাত আদায় করার পরে কারো সাথে কোন গল্প করতেন না। সোজা বাড়িতে চলে যেতেন। একদিন শাক্বীফ ইবনে ইবরাহীম বলখী (রহঃ) তাকে বললেন, "আচ্ছা! আপনি তো আমাদের সাথেই সালাত আদায় করেন, কিন্তু আমাদের সাথে বসেন না কেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "আমি ফিরে গিয়ে সাহাবী ও তাবেঈদের সাথে বসে কথা বলি।" আমরা বললাম, "সাহাবী-তাবেঈদের আপনি কোথায় পেলেন?" তিনি বললেন, "আমি ফিরে গিয়ে ইলম চর্চায় মনোনিবেশ করি। তখন তাদের কথা ও কর্মের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তোমাদের সাথে বসে আমি কি করব? তোমরা তো একত্রে বসলেই মানুষের গীবত করা শুরু করে দাও"।

[খত্বীব বাগদাদী, তাকয়ীদুল ইলম, পৃ. ১২৬; ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ৩/৩২৪]

- *মানুষের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা*

মানুষের দোষ-ত্রুটি যথাসম্ভব না জানার চেষ্টা করা উচিত। কারণ কারো ত্রুটি-বিচ্যুতি জানলেই তো সেটা অপরকে বলে ফেলার ক্ষেত্র তৈরী হয়। সালাফগণ কিভাবে অন্যের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করতেন, তা বোঝার জন্য একটা উদাহরণ যথেষ্ট হবে। আবূ আলী দাক্কাক (রহঃ) বলেন, একবার হাতিম (রহঃ)-কে এক মহিলা একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সে সময় অসতর্কতাবশত সেই মহিলার মুখ থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে যায়। ফলে মহিলাটি বেশ লজ্জায় পড়ে যান। তখন হাতিম (রহঃ) বলেন, “একটু জোরে বলুন।” আসলে তিনি বুঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি কানে কম শোনেন। এই ভেবে মহিলাটি খুব খুশি হন যে, তিনি কিছু শুনতে পাননি। এই ঘটনার কারণে হাতিম (রহঃ)-কে (বধির বা শ্রবণশক্তিহীন) উপাধি দেওয়া হয়। ফলে তিনি ইতিহাসে “হাতিম আল-আছম” নামেই পরিচিত। [খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, ৯/১৪৯; মাদারিজুস সালিকীন, ৩/৯৩]

সুতরাং মানুষের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে হাতিম আল-'আছম (রহঃ)-এর ন্যায় হতে পারলে গীবতের অভ্যাস ত্যাগ করা যাবে।

- *নিজের ভুল-ত্রুটির দিকে অধিক মনোনিবেশ করা*

মানুষ মাত্রই দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান। কারোটা প্রকাশ পায়, কারোটা প্রকাশ পায় না। সেজন্য নিজের দোষ-ত্রুটি নিয়ে অধিক চিন্তা করা উচিৎ, তাহলে ভুল সংশোধন করা সহজ হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন,

أردت أَنْ تَذْكُرَ عُيُوبَ صَاحِبِكَ فَاذْكُرْ عُيُوبَكَ َ

“তোমার বন্ধুর ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা মনে করতে চাও, তবে নিজের দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ কর।”
[ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির ২/১৮]

মূলতঃ অপরের ভুল-ত্রুটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে মনোনিবেশ করতে পারা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত।

- *আল্লাহর কাছে দোয়া করা*

অনেক সময় দ্বীনদার ব্যক্তিদের মাধ্যমেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গীবত হয়ে যায়। জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হলে পাপ থেকে জিহ্বাকে হিফাযত করা অবশ্য কর্তব্য। আর এটা সহজসাধ্য নয়; বরং জিহ্বার হিফাযত ত্যাগ ও সাধনার ব্যাপার। মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে' (রহঃ) বলেন,

حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم

“দীনার-দিরহাম সংরক্ষণের চেয়ে জিহ্বার হিফাযত করা অত্যন্ত কঠিন।”
[গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/১১১]

গীবত থেকে স্বীয় জিহ্বাকে হিফাযত করা খুব কঠিন কাজ, তাই এই কঠিন ব্যাপারটি আল্লাহর সহযোগিতা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। গীবত সহ জিহ্বার যাবতীয় পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর তাওফীক কামনা করতে হবে এবং তাঁর দরবারে বেশি বেশি দোয়া করতে হবে।

- *গীবতের ব্যাপারে সালাফদের সতর্কতা সম্পর্কে অবগত হওয়া*

নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনদের জীবন অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তারা গীবত থেকে কিভাবে সতর্ক থাকতেন এবং কি পদক্ষেপ

নিতেন, সেগুলো সম্পর্কে অবহিত হলে গীবত থেকে বাঁচা যাবে। এখানে সালাফদের জীবনী থেকে কয়েকটি কাহিনী তুলে ধরা হল-

(১) আবু বকর (রাঃ) জিহ্বাকে খুবই ভয় পেতেন। একদিন ওমর (রাঃ) তাঁর কাছে আসলেন। এসে দেখেন আবু বকর (রাঃ) নিজের জিহ্বা ধরে টানাটানি করছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, কি করছেন, থামুন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! তখন আবু বকর (রাঃ) বলেলেন, এই জিহ্বাই আমাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করেছে। [মুয়াত্তা মালেক হা/৩৬২১; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৭৩, সনদ ছহীহ]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন, একবার আমি মানত করলাম যে, যদি কারো গীবত করি তাহলে একদিন করে সিয়াম রাখব। এভাবে আমি গীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি গীবত করি আবার সিয়ামও রাখি। ফলে আমি নিয়ত করলাম, একবার গীবত করলে এক দিরহাম করে সাদাকাহ করব। এবার আমি দিরহামের ভালোবাসায় গীবত পরিত্যাগ করতে সক্ষম হলাম। [যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/২২৮; ইয়াসীর হামাদানী, হায়াতুত তাবেঈন, পৃ. ৯৬৪]

(৩) মাইমূন ইবনে সিয়াহ (রহঃ) গীবতের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। তিনি নিজে কারো গীবত করতেন না এবং তার সামনে কাউকে গীবত করতেও দিতেন না। কাউকে গীবত করতে দেখলে তাকে ধমক দিতেন এবং নিষেধ করতেন। অথবা সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন।
[আবু নু'আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৩/১০৭; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/১৩৭]

(৪) প্রখ্যাত তাবেঈ রাবী ইবনু খুছাইম (রহঃ) গীবতের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতেন। জনৈক সালাফ বলেছেন, আমি বিশ বছর যাবৎ রাবী ইবনে খুছাইমের সাথে চলেছি। কিন্তু কাউকে নিন্দা করে একটা শব্দও তাকে বলতে শুনিনি।

[সিয়ারু আ'লামিন নুবাল ৪/২৫৯]

(৫) ওয়াহিব ইবনুল ওয়াদ (রহঃ) বলেন,

والله لترك الغيبة عندي أحب إلي من التصدق بجبل من ذهب,

"আল্লাহর কসম! গীবত পরিত্যাগ করা আমার কাছে এক পাহাড় স্বর্ণ আল্লাহর পথে সাদাকাহ করার চেয়েও প্রিয়তর।"
[মুহাম্মাদ ইসমাঈল মুক্বাদ্দাম, আল-ই'লাম, পৃ. ৭০; আত-তাওবীখ ওয়াত-তানবীহ, ক্রমিক: ১৬৯]

(৬) আব্দুল কারীম ইবনে মালেক (রহঃ) বলেন, "আমরা সালাফে সালেহীনদের এমন পেয়েছি যে, তারা শুধু সালাত ও সিয়ামকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং মানুষের সম্মান রক্ষার জন্য গীবত পরিহার করাকেও ইবাদত হিসেবে গণ্য করতেন'। [হিলয়াতুল আওলিয়া, পৃ. ৩/১৫২]

উপসংহার

প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের উচিত গীবত থেকে বেঁচে থাকা। কারণ গীবত কোন অবস্থাতেই জায়েজ নয়। মানুষ বিভিন্ন কারণে গীবত করে থাকে কিন্তু সে কল্পনাও করতে পারেনা এর মাধ্যমে তার কত বড় গুনাহ হচ্ছে এবং সে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
বর্তমান সময়ে গীবত এমনভাবে গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে যেন সমাজ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে। তাই গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা একান্ত জরুরী। যারা গীবত করেন তাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ যিনার গুনাহ ক্ষমা করে দেন কিন্তু গীবতকারীর গুনাহ ক্ষমা করেন না। আমরা সকলে গীবত

থেকে তো বটেই এমনকি গীবত শুনা থেকে সাবধানে থাকবো। কোন গীবতকারীকে আমরা প্রশ্রয় দিব না।

আমাদের স্লোগান হোক-

"গীবত মুক্ত সমাজ হোক, শৃঙ্খলা ফিরে আসুক।"

আল্লাহ তায়ালা আমাদের মুসলিম উম্মাহকে গীবতের হাত থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১।গীবত, লেখক-মূল: সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখভী (রঃ)

২।গীবত, লেখক- ইমাম গাযালী (র)

সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র)

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

৩।গীবত এক ঘৃণিত অপরাধ, লেখক- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

৪।গীবাত, চোগলখোরী, যবান ও ঈমান বিনষ্টকারী কু-সংস্কার থেকে সাবধান!

লেখক- হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ুব বিন ইদু মিয়া

৫।গীবত বা পিছনে নিন্দা

লেখক- মাওলানা আবদুল হাই লাখনৌবী (রঃ)

৬।https://at-tahreek.com/article_details/11460

৭।https://muslimbangla.com/article/6/%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A4-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A6%98%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B9